

‘বিকশিত মাগুরা’র সফলতা

৩১শে আগস্ট মাগুরা নিরক্ষরমুক্ত হচ্ছে

বুলু শরীফ।

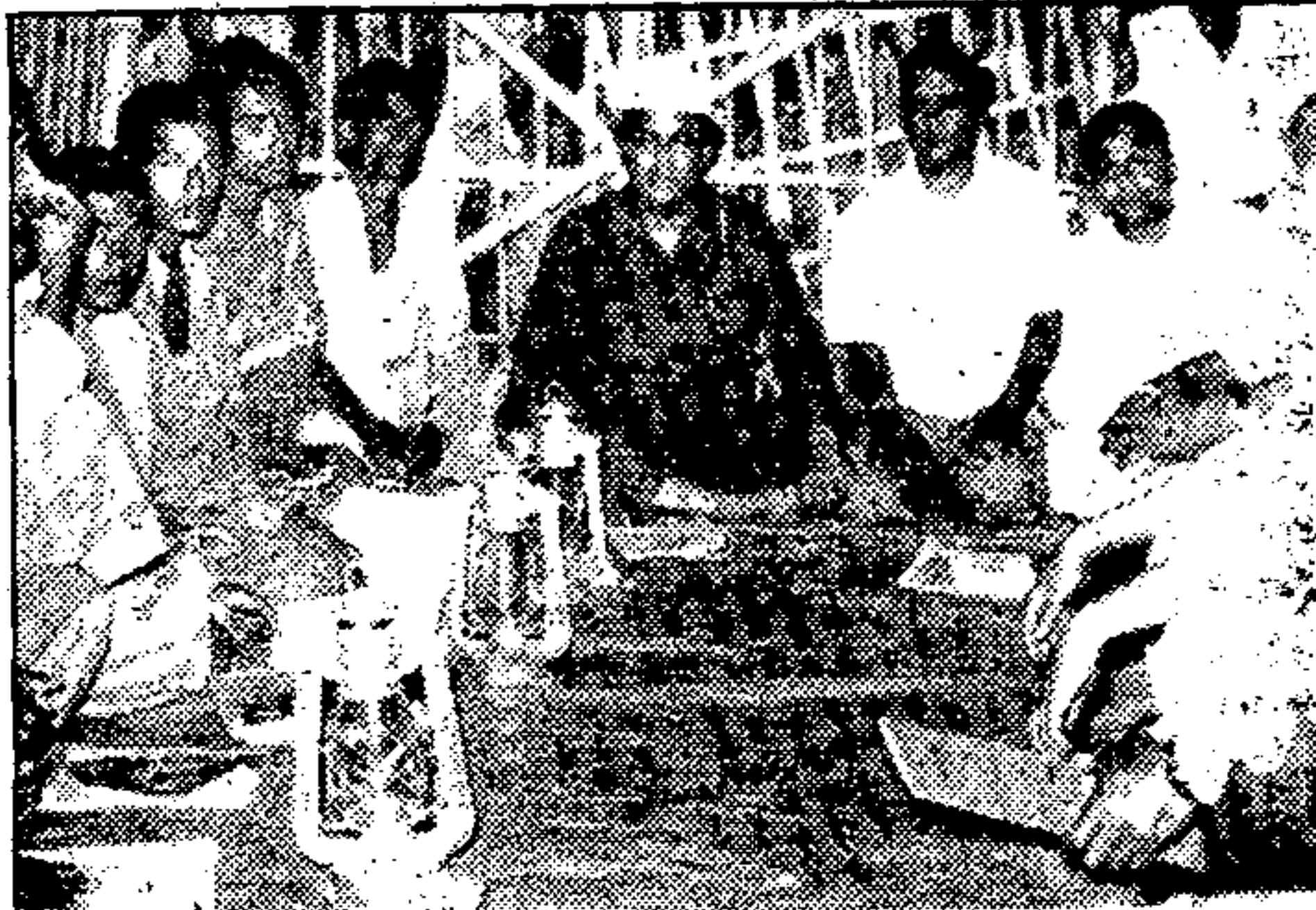
৩১শে আগস্ট মাগুরা জেলা নিরক্ষরমুক্ত হচ্ছে। এ জেলার ২ লক্ষাধিক নারী-পুরুষ নিরক্ষরতার অভিষাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাগুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে গৃহীত ‘বিকশিত মাগুরা’ কর্মসূচির অধীনে গত ৬ মাস যাবৎ জেলার প্রায় ৭ হাজার গণশিক্ষা কেন্দ্রে চলেছে নিরক্ষরমুক্ত করার এ কাজ। যদিও ‘বিকশিত মাগুরা’ কর্মসূচির আওতায় অনানুষ্ঠানিকভাবে আরো আগে মাগুরায় গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের কারি-কুলাম মোতাবেক আনুষ্ঠানিক ৬ মাসের কোর্স শুরু হয় গত ১লা মার্চ ‘৬৮ থেকে। যার মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে ৩১শে আগস্ট। ইতোমধ্যে বন ও পরিবেশমন্ত্রী সাজেদা চৌধুরী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডঃ সা’দত হুসেইন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলামসহ উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা বিকশিত মাগুরার এ গণশিক্ষা কার্যক্রম সরজমিন পরিদর্শন করে এর অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য জেলায় অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন জেলার সাংসদ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা মাগুরার এ কর্মযজ্ঞ পরিদর্শন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

মাগুরা জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলের স্কুল, কলেজ, ক্লাবঘর, বাড়ির আঙ্গিনা ও কাচারি ঘর এমনকি জেলখানার অভ্যন্তরেও এ কর্মসূচির আওতায় গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়। যেখানে প্রতিদিন বিকেলে ১১-৪৫ বছরের নিরক্ষর মহিলা এবং সন্ধ্যার পর পুরুষদের লেখাপড়া শেখানো হয়। এলাকার শিক্ষিতা স্বেচ্ছা-সেবীরা জেলার ৬,৬৭০টি কেন্দ্রে নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন।

এসর কেন্দ্রে মোট ২ লাখ ১শ’ নিরক্ষর লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছেন। এর মধ্যে ৯৩ হাজার পুরুষ এবং ১ লাখ ৭ হাজার ১শ’ মহিলা নিরক্ষরতার অভিষাপমুক্ত হয়েছেন।

বিকশিত মাগুরা কর্মসূচির প্রধান উদ্যোক্তা মুহঃ নুরুজ্জামান খান এই প্রতিবেদককে জানান, মাগুরার সাংসদ প্রফেসর ডঃ এম, এস, আকবর, সাংসদ বীরেন শিকদারসহ সকল রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাকর্মী, সরকারি

বেসরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সর্বস্তরের মাগুরাবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এ জেলায় নিরক্ষরমুক্ত করার এ বিশাল কার্যক্রমকে পর্যায়ক্রমে সফল করে তুলেছেন। বর্তমান সরকারের সার্বিক সাফল্য আন্দোলনের এ সাফল্য সরজমিন পরিদর্শন করতে এবং সেই সাথে মাগুরা জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত জেলা হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মাগুরায় আসছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।



মাগুরা : গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা।

সংবাদ